দৈনিক জনকণ্ঠ

যশোর শিক্ষা বোর্ডে সুযোগ পেলেন ১৫০ শিক্ষক

প্রকাশিত: ০৭ - সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

- অনলাইন প্রশ্নব্যাংক

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ॥ যশোর শিক্ষা বোর্ডের অনলাইন প্রশ্নব্যাংকে নির্ভুল ও মানসম্মত প্রশ্ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে শিক্ষক বাছাই করা হয়েছে। বাছাইয়ে ১শ' ৫০ শিক্ষক সুযোগ পেয়েছেন। এর মধ্যে ৫২ জন প্রধান ও ৯৮ জন সহকারী শিক্ষক রয়েছেন। বোর্ডের আওতাধীন আড়াই হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক ২৫ হাজার শিক্ষকের মধ্যে থেকে এ তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত পত্র পৌঁছানো হয়েছে নির্বাচিত শিক্ষকদের কাছে। বাছাইকৃত শিক্ষকদের মধ্যে মাস্টার ট্রেইনার, অভিজ্ঞ প্রশ্ন প্রণেতা ও প্রশ্ন পরিশোধনকারী রয়েছেন।

শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা বিভাগের একটি সূত্র জানিয়েছে, তাদের আওতায় খুলনা বিভাগের ১০ জেলায় ২৫শ' ১২ মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল রয়েছে। এসব স্কুলে আনুমানিক ২৫ হাজার শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। এদের মধ্যে থেকে যাচাই-বাছাই করে ১শ' ৫০ জনকে চূড়ান্ত করা হয়েছে। যাদের কাছ থেকে অনলাইন প্রশ্নব্যাংকে নির্ভুল ও মানসম্মত প্রশ্নপত্র গ্রহণ করা হবে। এসব প্রশ্নপত্র দিয়ে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা গ্রহণ করছে শিক্ষা বোর্ড। বর্তমানে বাছাইকৃত শিক্ষকদের মানসম্মত সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন পদ্ধতি, শুদ্ধ বানান লিখন ও সম্পাদনার ওপর প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সে কারণে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শনিবার থেকে তিনদিনের প্রশিক্ষণ শুরু হচ্ছে। প্রথম দিন ৭ সেপ্টেম্বর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক লিয়াকত আলী মিলনায়তনে। প্রশিক্ষণে অংশ নিতে ইতোমধ্যে শিক্ষকদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী দুদিন প্রশিক্ষণ হবে ১৮ ও ২৮ সেপ্টেম্বর। দুদিনের প্রশিক্ষণের ভেন্যু এখনও চূড়ান্ত হয়নি। প্রথম দিনের প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি থাকবেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (কলেজ) ডক্টর মাহমুদ-উল-হক। শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা বিভাগ থেকে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, যে ১শ' ৫০ শিক্ষক প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছেন তাদের মধ্যে খুলনা জেলায় ৫৬ জন, যশোরে ৩৮ জন, নড়াইলে আটজন, বাগেরহাটে ১০ জন, মাগুরায় আটজন, ঝিনাইদহে ১০ জন, সাতক্ষীরায় ১৪ জন ও চুয়াডাঙ্গায় ছয়জন রয়েছেন। এ ব্যাপারে যশোর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর মাধব চন্দ্র রুদ্র বলেন, নির্বাচিত শিক্ষকরা যাতে প্রশ্নপত্রে কোন ধরনের বানান ভুল না করেন সে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। সামনে বার্ষিক পরীক্ষা। প্রশ্নব্যাংকের প্রশ্নে এ পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। এ কারণে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিতে নিতে আয়োজন করা হয়েছে এ প্রশিক্ষণের।